দৈনিক বাংলা

215

তারিখ 27/11/79
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

চলতি মৌসুমেই তিস্তা বাঁধের কাজ শুরু হবে

ডিমলা (রংপুর), ২৬শে নবেম্বর (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ এখানে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকার তিস্তা বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন। চলতি মওসুমেই তিন শ' কোটি টাকার এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

তিনি আজ প্রকল্প স্থানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। হাজার হাজার লোক প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে সমবেত হয়।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিএনপির নির্বাচনী ওয়াদার কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, জনগণের সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে কত দ্রুত এবং সাফল্যের সঙ্গে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যায়, তা দেখার জন্যই তিনি এখানে এসেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া উল্লেখ করেন। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে সারা বছর ১৫ লাখ একর জমিতে সেচ করা যাবে। তাছাড়া এই বাঁধ জান ও মাল রক্ষা করবে।

তিনি বলেন, বাঁধ এলাকায় ৫০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে। বর্তমানে এখানে ২৬০ কোটি টাকার সমমূল্যের বেশি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্টের আহ্বানে হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ঃ জিয়া

প্রেসিডেন্ট প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য বহু দূর পর্যন্ত হেঁটে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিএনপির সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বিকেলে জামালপুর রওনা হয়ে যান।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

জিয়া

(১-এর পৃঃ পর)

জামালপুর

জামালপুর থেকে বাসস পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সোমবার স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খনন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের শপথ নেন।

সোমবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভাষণদানকালে চেয়ারম্যানরা এ শপথ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন যে গত গণভোট এবং প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনকালে তারা একটি গৌরবপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের গণতন্ত্রের পথিকৃৎ হিসেবে বর্ণনা করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে এখন জনগণকে সমৃদ্ধির দিকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তেছে।

চেয়ারম্যানদের উপর আস্থা প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আশা করেন যে তারা খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে সেচের খাল খননের জন্য সমগ্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। তিনি বলেন যে সাফল্যের চাবিকাঠি তাদের হাতে। জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে চলমান গতিশীলতার জন্য তাদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন যে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় তুচ্ছ। তিনি বলেন, বিপ্লব ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে না।

তিনি বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে আমাদের যৌথ দায়িত্ব হচ্ছে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা। খাল খননের মাধ্যমে সারা বছর পানি সেচ নিশ্চিত করে উৎপাদন দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যেই এ বিপ্লব শুরু হবে।